42
দৈনিক খবর
তারিখ 06 DEC 1991
৬/

মতামত

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিঃ গলদ কোথায়?

পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্নে পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। প্রায় প্রত্যেক সরকারের আমলেই শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এইসব পরিবর্তন ও সংস্কারের পেছনে একটা উদ্দেশ্যই সম্ভবতঃ কাজ করেছে আর তাহলো নকল বন্ধ করা। অর্থাৎ পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিকার। ১৯৭১ সাল থেকে পরীক্ষায় দুর্নীতি অবলম্বনের যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে? তা আর বন্ধ করা যাচ্ছে না কোনমতেই। পরীক্ষা কেন্দ্রে ধুমছে নকল চলছে। কিন্তু আমরা কেউ ভেবে দেখছি না, কেন এই নকলের হিড়িক? কেন এই নকলের প্রতিযোগিতা? মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবী সবাই পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ করতে উৎসাহী কেন?

আমার মতে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হতে গেলে ডিভিশন বা ভালো নম্বরের প্রয়োজনীয়তার শর্তই এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এসএসসি পাসের পর সকল ছাত্র-ছাত্রী স্বপ্ন দেখে কলেজে পড়বে। বি এ, এম এ পাস করবে। ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে ইত্যাদি। কিন্তু এসএসসি পাসের পর কলেজে গেলে শোনা যায়, প্রথম বিভাগে পাস হলেই চলবে না, সাতশ'র উপরে নম্বর থাকতে হবে। আবার কোন কলেজ বলছে প্রথম বিভাগ ছাড়া ভর্তি করা হবে না। কোথাও বলছে দ্বিতীয় বিভাগে যদি পাঁচশ'র ওপর নম্বর থাকে তবে ভর্তি চলবে। এইচএসসি পাসের পর মেডিকেল কলেজ বলছে, এসএসসি ও এইচএসসি এই দুই পরীক্ষায় মোট বারোশ' নম্বর পেলেই তবে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করা যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভর্তির জন্যে নম্বরটাই বড়। কেউ বলছে না যে, ডিভিশন ও নম্বরের দরকার নেই। ভর্তি পরীক্ষায় যারা যোগ্য বিবেচিত হবে, তাদেরই ভর্তি করা হবে। এটাই এখন রেওয়াজ বা রীতি। এর ফলে যে ছাত্র প্রথম বিভাগে পাস করবে সে উঠে-পড়ে লাগছে কি করে সাতশ'র ওপর নম্বর বাড়ানো যায়। এটা করতে গিয়ে সে নিচ্ছে নকলের আশ্রয়। শুধু তাই নয়, পরীক্ষাকের বাড়ি যাওয়া, প্রধান পরীক্ষককে ধরা এবং সব শেষে টেবুলেটরকে ধরে নম্বর বাড়াবার মরণপণ চেষ্টাতেও সে লিপ্ত হচ্ছে।

হোমিওপ্যাথিতে বলে রোগ চিনে ওষুধ না দিলে হয় রোগী মরে, না হয় ওষুধ বৃথা যায়। নকলের উৎস বন্ধ না করে পরীক্ষা সংস্কার তথা রচনামুলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালু করলেই কোন লাভ হবেনা।

সম্প্রতি অষ্টম শ্রেণী থেকে রচনামূলক প্রশ্নের পাশাপাশি যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪০/৪৫ নম্বরই ছাত্ররা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে রচনামূলক প্রশ্নে ৫০-এর মধ্যে ৫/৭ নম্বরের বেশী অনেকেই পায় তাহলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি দ্বারা কিভাবে দুর্নীতি বন্ধ হবে?

আসলে গলদটা কোথায়? আমার তো মনে হয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে না। তা' ছাড়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলতে শুধু মালটিপল চয়েস নয়। সত্য-মিথ্যা, মালটিপল চয়েস, শূন্যস্থান পূরণ ইত্যাদি নিয়েই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের বোর্ড বা স্কুলগুলো শুধু মালটিপল চয়েস চালু করেছে। এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের মূল্যায়নে নিয়ম আছে ভুল উত্তরের জন্য সমপরিমাণ নম্বর মোট নম্বর থেকে বাদ যাবে। আমাদের দেশে তাও চালু করা হয়নি। এটা একটা জগাখিচুড়ি পদ্ধতি। এতে নকল বন্ধ তো হবেই না, উপরন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে।

যদি এমন হতো এসএসসি পাসের পরে কোন কলেজ ডিভিশন বা নম্বর চাইবে না। তারা নিজ নিজ কলেজের মান অনুযায়ী প্রশ্ন করবে। ঐ প্রশ্নের পরীক্ষায় যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তারা যে বিভাগেই পাস করুক আর যে নম্বরই পাক না কেন, তাদের ভর্তি করা হবে।

কারণ তারা মেধার পরিচয় দিয়েছে। মেডিকেল কলেজে হাজার বা বারোশ' নম্বরের দরকার নেই। ফার্স্ট ডিভিশন বা স্টার মার্কসও লাগবে না। তাদের প্রণীত প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় যারা যোগ্যতা প্রমাণ করবে তাদের ভর্তি করা হবে। আমার মনে হয়, এমন হলে নম্বর বাড়ানোর জন্যে নকলের প্রতিযোগিতায় কেউ মেতে উঠতো না। কেন না, তারা তখন বুঝতো বেশী নম্বর বা ভাল ডিভিশন পেলেই উচ্চতর শিক্ষায় চান্স পাওয়া যাবে না। লেখাপড়া জানতে হবে। নইলে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করা যাবে না। অবশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সর্বতোভাবে তদবিরের উর্ধ্বে থাকতে হবে। তাদের থাকতে হবে নিরপেক্ষ। একই ভর্তি পদ্ধতি ভার্সিটিগুলোতেও চালু করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিতে কেউ যদি দ্বিতীয় বিভাগ পায়, তবে সে যে পচা ছাত্র-ছাত্রী, আর যে প্রথম বিভাগ পেল সে যে মেধাবী এ কথা বলা যায় না। কারণ, এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে এইচএসসিতে স্টার পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তাই আমার প্রস্তাব, নকল বন্ধের জন্য কলেজ, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা ভার্সিটিতে নম্বর আর ডিভিশনের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে নিজ নিজ কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও ভার্সিটি প্রণীত প্রশ্নের দ্বারা মেধা যাচাই করে ছাত্র ভর্তি করা হোক, তাহলে নম্বরের জন্য বা ডিভিশনের জন্য নকলের প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে। আশা করি, সরকার আমার এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপনেবেন।